

শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের শিক্ষা জগতের প্রথম স্তর হল প্রাথমিক শিক্ষা। আর এ স্তরের শিক্ষার্থীরা হল কঁচিকাচা শিশু। যাদের গড়ে তুলতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবন উজ্জ্বল ও প্রকৃত রূপ ধারণ করবে। তাই আমাদের কতগুলো পদ্ধতি বা নীতির প্রতি পূর্ণ সজাগ থাকতে হয়। সেই হিসাবে শিশুকে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে তখন থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ স্তর পর্যন্ত শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর সাথে পরিচিত হতে পারে। এমন পাঠ্যসূচি প্রত্যেক পাঠেই থাকা দরকার। ইসলাম যে সকল নৈতিক

ধারণা ও মূল্যবোধ পেশ করে তা প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়েই কিছু কিছু সমিবেশিত থাকা দরকার। ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল জিনিস ন্যায় ও সত্য তার প্রতি প্রকৃত মর্যাদাবোধ এবং আগ্রহ শিশুদের মনে ভালভাবে জন্মিয়ে দিতে হবে। শিশুদেরকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন তাতে চারিত্রিক শিক্ষার অবনতি না হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, বিলাসিতা, চুরি, ডাকাতি, নকল, ওয়াদা খেলাপ, ঘৃণা, দুর্নীতি, খোকাবাজী, মদ্যপান, জুর্মা, বেইনসাফী, হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন, স্বার্থপরতা, ভেজাল, তহবিল তছরূপ, সুদখুরী, জুলুম, মানুষের হক নষ্ট, এককথায় খারাপ ও অন্যায় কাজ গুলোর কঠিন

সমালোচনা করে এসব কাজের খারাপ পরিণতির উল্লেখ করে এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিশুদের মনে তীব্র ঘৃণা ও নিন্দার সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন।

সদা সর্বদাই তাদের মনে সত্য ও ন্যায় জাতীয় গুণগুলি উৎসাহ প্রদান করে শেষ পর্যায়ে যেন শিশুরা আদর্শ জীবন ব্যবস্থায় জীবন পরিচালনা করে। শুধু ময়না, টিয়া, গরু-ছাগল ইত্যাদি চেনালেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা দেয়া হয় না। তার সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আইন-কানুন, নিয়মাবলী, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতেও শিশুকে পরিচিত করে তোলা দরকার।

ইসলাম হল একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন

ব্যবস্থা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শিশুকে প্রাথমিক স্তর থেকেই ইসলামী শিক্ষা দেয়া দরকার। বাংলা, ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস, পৌরনীতি, বিজ্ঞান ও অংক ইত্যাদি আধুনিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি আরবী, কোরান, হাদিস, ফেকাহ, আকায়েদ, ইসলামি ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কম কম করে হলেও সমিবেশ করলে, একজন মুসলিম শিশু ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনে পূর্ণ ইসলামপন্থী ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—শামীম আজাদ আনোয়ার
দরগারোড, ত্রিশাল,
ময়মনসিংহ।